কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... 2 ...

এক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

প্রথমবারের মতো চালু হলো 'পিয়ার ইন্সপেকশন'

পরস্পর যোগসাজশে বিচ্যুতি লুকানোর ঝুঁকিও আছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অনুমোদিত প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বছরে একবার পরিদর্শন করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএ) সীমিত জনবল দিয়ে সম্ভব না হওয়ায় বিকল্প পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পরিদর্শনের নতুন এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'পিয়ার ইন্সপেকশন'। এর আওতায় এখন থেকে সমজাতীয় দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান একে অন্যের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। তবে নতুন এই পদ্ধতিতে ভালো-মন্দ দুটিই হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা।

ডিআইএর ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় এই 'পিয়ার ইন্সপেকশন' কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। রাজধানীর সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রথম দিনে রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নতুন এ কর্মসূচির আওতায় নিজেদের পরিদর্শন করবে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঠিক করা হয়েছে। এর আগে সকাল ৯টায় মন্ত্রী নিজে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে উপস্থিত থেকে 'পিয়ার ইন্সপেকশন'-এর কাজ শুরু করেন।

সিরডাপে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ডিআইএর পক্ষে সীমিত জনবল দিয়ে ৩৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কাজ পরিচালনা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে পিয়ার ইন্সপেকশন চালু করা হয়েছে। এতে নিজেদের ভালো-খারাপ, ত্রুটি-

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

এক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দিয়ে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিচ্যুতি নিজেরাই খুঁজে বের করবেন। তবে এ জন্য শিক্ষকদের আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। এতে অন্য প্রতিষ্ঠানের ভালো বিষয় নিজের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানোন্নয়নে অনুসরণের সুযোগ থাকবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানোন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই পদ্ধতি।'

ডিআইএর পরিচালক অধ্যাপক মো. মফিজ উদ্দিন আহমদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন শিক্ষাসচিব মো. নজরুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী প্রমুখ।

দেশে এখন অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। কিন্তু ডিআইএর যে জনবল তাতে প্রতিবছরে তারা মাত্র এক হাজার ৭০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারে। এভাবে চলতে থাকলে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একবার করে পরিদর্শন করতে কমপক্ষে ২০ বছর সময় লাগবে। অথচ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির মেয়াদ থাকে দুই বছর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানও সাধারণত ২০ বছর থাকেন না। ফলে পরিচালনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠানপ্রধান কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করলে তা ধরার উপায় থাকে না। ২০ বছর পর যখন একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাওয়া হয় তখন সেই পুরনো পরিচালনা কমিটি বা প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-দুর্নীতি করেও পার পেয়ে যান সংশ্লিষ্টরা।

আবার ডিআইএর বিরুদ্ধেও অভিযোগের কমতি নেই শিক্ষকদের। তাদের পরিদর্শকদল কোনো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে অনিয়ম পেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘুষ দাবি করে। ফলে ঘুষ দিয়েই রক্ষা পেয়ে যান শিক্ষকরা। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় আনার উপায় নিয়ে চিন্তিত ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেই চিন্তা থেকেই পরিদর্শনের নতুন পদ্ধতি পিয়ার ইন্সপেকশন চালু করা হলো।

তবে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কিশোলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. রহমত উল্লাহ গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই পদ্ধতি খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না। কারণ এক প্রধান আরেক প্রধানের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতে যাবেন না। তাহলে নিজেরাই বিপদে পড়বেন। তাই উভয়ের যোগসাজশে তথ্য লুকানোর সম্ভাবনা থাকবে। এ ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষকই কোনো না কোনো শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সংগঠনের নেতারাও এই পরিদর্শনে ভূমিকা রাখবেন। তবে এক প্রতিষ্ঠানপ্রধান যদি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো দিকগুলো কাজে লাগান তাহলে তা হবে পজিটিভ। আর ডিআইএর অনেক ধরনের চাহিদা থাকে, সেগুলো থেকেও মুক্ত হওয়া যাবে।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে যেভাবে : ডিআইএ প্রণীত একাডেমিক পরিদর্শন ফরমের (ওয়েবসাইটে প্রদত্ত) মাধ্যমে পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার প্রধানরা। আগে থেকেই ওই ফরমে প্রধানরা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবর্ষের সার্বিক পারফরমেন্স প্রতিনিয়ত আপলোড করবেন। উপজেলাভিত্তিক সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা চক্রাকারে (এক প্রতিষ্ঠানপ্রধান আরেক প্রতিষ্ঠানের) পরিদর্শন করবেন। ডিআইএর নির্ধারিত পরিদর্শন সূচি অনুযায়ী পরিদর্শনকাজ সম্পন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসাররা প্রধানদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাখিল মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিবছর ১ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে এবং সব ধরনের কলেজ, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা ১ থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।' ওই মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা পরিদর্শনের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করবেন। এরপর মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলো অধিক যাচাই-বাছাই শেষে ত্রুটি ও আনিয়ম চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিআইএ সরেজমিন নিয়মিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।